১
আলোকিত জীবন
শাইখ আবু মালিক আত-তামিমী
রাহিমাহুল্লাহ'র জীবনী
مؤسسة التبيان
التبيان
আত-তিবয়ান মিডিয়া

আলোকিত জীবন-১

শাইখ আবু মালিক আত-তামিমী রহিমাহুল্লাহ’র জীবনী

মাকতাবাতুল বায়্যিনাত কর্তৃক সংকলিত

পরিবেশনায়ঃ
আত-তিবয়ান মিডিয়া
শা’বান - ১৪৪৩ হিজরী

Enlightened life -1

Biography of Shaykh Abu Malik At-Tamimi Rah.
Compiled by Maktabatul Bayinat
Presented by: At-Tibian Media
Sha’ban - 1443 hijri

প্রকাশকের ভূমিকাঃ

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি মহান অনুগ্রহকারী, আহলুস সুন্নাহ'কে সাহায্যকারী। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক ঐ ব্যক্তির উপর বর্শার ফলকের ছায়ার নিচে যার রিযিক্ব নির্ধারণ করা হয়েছে।

অতঃপর,

আমাদের উপর আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ এর অনুগ্রহ যে, আমাদের পূর্ববর্তীগণ তাদের সময়গুলোতে যেসকল ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেগুলো লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এমনকি ঐ সকল অতীত সময়গুলোতে যা ঘটেছে আমরা তাদের মাধ্যমেই জানতে পারি। কারণ তারাই আমাদের জন্য রাসুল ﷺ এর সিরাহ্, তার সকল খলিফাহ ও সাহাবীগণের জীবনী এবং তাদের পরে যেসকল খলিফাহ, সেনাপতি, উলামা ও কর্মচারী রয়েছে তাদের জীবনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এভাবেই তারা আমাদের জন্য উম্মাতে ইসলামীয়্যাহ'র ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ বর্ণনা করেছেন, যেমন- বদর ও উহুদ যুদ্ধ থেকে শুরু করে তাবুক, কাদিসীয়্যাহ, হাত্তীন ও আইনে জালুত পর্যন্ত। এর গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, যেন আমরা তাদের জীবনীগুলো হৃদয়াঙ্গম করে এগুলো থেকে

শিক্ষাগ্রহণ করতে পারি। কারণ তাদের সাথে যা ঘটেছে আজ আমাদের সাথেও তা ঘটতে পারে। যেমন বলা হয়,

যে ব্যক্তি জীবনী পড়ল

সে তো হতবুদ্ধীতা থেকে নিরাপদ হল

এর গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা ধারাবাহিকভাবে ঐ সকল ব্যক্তিদের জীবনী লিপিবদ্ধ করছি যারা জিহাদের ময়দানে অগ্রবর্তী হয়েছেন। যেন এগুলোর মাধ্যমে আমরা দাওলাহ'র নেতাগণের ব্যাপারে অপবাদ ও সংশয়সমূহ খণ্ডন করতে পারি - এমনকি স্বয়ং দাওলাতুল ইসলামের ব্যাপারেও। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিডিয়াগুলোতে জিহাদ এবং জিহাদের শাইখদেরকে মন্দভাবে উপস্থাপন করা হয়। এমনকি জিহাদের দাবিদারের ভাষাতেও। শুধু তাই নয়, আজ যাকে হিকমাহ'র সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয় সেও তাদেরকে খাওয়ারিজ হিসেবে আখ্যায়িত করে।

তাই আমরা মুসলিমদের মাঝে তাদের একজনের জীবনী চিরস্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করছি, যেন মুসলিমরা এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে এবং আমরা গর্ববোধ করতে পারি যে, উম্মাতে ইসলামের মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব রয়েছে যারা তাদের ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে পাহাড় সাদৃশ। কারণ এই উম্মাহ হল সর্বোত্তম

উম্মাহ। ইতিহাস এই উম্মাহ’র বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আলোচনা চিরস্থায়ী করে রাখে।

এরই পরম্পরায় এখানে আমরা এই যুগের জিহাদের শাইখদের মধ্য থেকে একজন শাইখের জীবনী লিপিবদ্ধ করব - দুনিয়া বিরাগী, আলেমে রব্বানী সম্মানিত শাইখ আবু মালিক আত-তামিমী আন-নাজদী رحمه الله - আমরা তার ব্যাপারে এমনটাই মনে করি, আর আল্লাহই তার হিসাব গ্রহণকারী।

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য

শা’বান - ১৪৪৩ হিজরী

শাইখুল মুজাহিদ আনাস ইবনে আলী ইবনে আব্দুল আজিজ আন-নাশওয়ান। আবু মালিক আত-তামিমী নামে পরিচিত। জাযিরাতুল আরবে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই সম্মানিত ধনাঢ্য পরিবারে বেড়ে উঠেন। শাইখ আবু মালিক জাযিরাতুল আরবে একদল আলেমের নিকট থেকে শারয়ী ইলম অর্জন করেন। ইমামুদ -দাওয়াহ আল-ইলমী ইনিস্টিটিউট থেকে তিনি ডিগ্রী লাভ করেন। এবং শারীয়াহ'র উপর তাখাসসুস করে রিয়াদে অবস্থিত ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ ইউনিভার্সিটি থেক মুমতাজ গ্রেডে সনদ লাভ করেন। তিনি সেখানে শারয়ী ইলম অর্জন করেন। তবে অধ্যায়ন সমাপ্ত হয়নি।

অতঃপর তিনি যুদ্ধের ময়দানে রিবাতরত অবস্থায় ইলম অর্জন ও আমল করার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছেড়ে দেন। এমনকি জাযিরাতুল আরবে তাগুতদের পক্ষ থেকে -তাদের দাবীকৃত- শারয়ী বিচারলায়ের বিচারক হিসেবে মনোনীত হন। কিন্তু তিনি رَحِمَهُ ٱللَّهُ তা প্রত্যাখ্যান করেন। কেনইবা তিনি তা প্রত্যাখ্যান করবেন না! আল্লাহ سُبْحَانَهُۥ وَتَعَالَىٰ বলেন,

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾

"প্রকৃতপক্ষে বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে।"

একজন আলেমে রব্বানী কখনোই তাগুত সরকারের বিচারক হতে পারেন না। শাইখ رَحِمَهُ ٱللَّهُ আহলুস-সুগুরদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি তার সংকল্পে দৃঢ়। সে মোতাবেক ১৪৩১ হিজরী সনের মুহাররম মাসের শুরুর দিকে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে খুরাসান তথা আফগানিস্তানে হিজরত করেন। আল্লাহ جَلَّ وَعَلَا এর এই আদেশ পালনার্থে;

﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾

“তোমরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর।”

তিনি হিজরত করেন যেন আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ এর পথে তার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারেন। দুনিয়ার সুখময় জীবন ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে চলে গেলেন; তার ইলমকে আমলে বাস্তবায়িত করার জন্য।

তথায় তিনি তানজিম আল-কাইদাহ’তে যোগদান করেন। শাইখ আফগানিস্তানের ভূমিতে ক্রুসেড-জোটের আক্রমণের জবাব দিতে তার ভাইদের সাথে সামরিক কাজে অংশগ্রহণ করেন। আফগানিস্তানের দুই প্রদেশ কুনুর ও নুরিস্তানের সম্মুখ দিকের অঞ্চলগুলোতে রিবাত (সীমান্ত পাহাড়া) দেন। তিনি ভাইদের সাথে

পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। শাইখ رَحِمَهُ اللهُ যুদ্ধে সামান্যতম আহত হন। আল্লাহর অনুগ্রহে এই আঘাত তাকে যুদ্ধে যোগ দেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেনি। শাইখ তার জিহাদী জীবনে কয়েকবার নিহত হওয়া থেকে রক্ষা পান।

শাইখ رَحِمَهُ اللهُ সামরিক কাজের পাশাপাশি দাওয়াতি ও ইলমী কাজসমূহেও যোগদান করেছেন। আল্লাহ তার উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, কঠিন পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও তিনি মুহাজির ও আনসারদের জন্য বেশকিছু উসুলভিত্তিক শারয়ী কোর্স সম্পন্ন করেছেন। শাইখ رَحِمَهُ اللهُ তার ভাইদের মাঝে যোদ্ধা, শিক্ষক, মুফতি, বিচারক এবং উপদেশদানকারী হয়ে জীবন-যাপন করতেন। আফগানিস্তানের ঘোড়সওয়ারদের সাথে অবস্থান করে তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতেন, আল্লাহ তাকে যে ইলম দান করেছেন তার মাধ্যমে তিনি তাদের মাঝে বিচার-ফায়সালা করতেন। এবং তিনি ছিলেন তাদের সবার প্রিয় পাত্র।

খুরাসানে থাকাকালীন শাইখ رَحِمَهُ اللهُ এর বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা আস-সাহাব মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়েছে। দাওলাতুল ইসলামে যোগদানের পরেও উম্মাহ'র জন্য তার ইলমী খিদমত বন্ধ হয়ে যায়নি। এগুলোর মধ্যে শাইখের কতিপয় উল্লেখযোগ্য ইলমী খিদমত -

- কিতাবুত তাওহীদের ব্যাখ্যায় ২৬ পর্বে অডিও লেকচার।

- আস-সাহাব মিডিয়া থেকে পরিবেশিত ভিডিও বক্তব্য "তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও।"

- আগুন দিয়ে পোড়ানোর মাস'আলা [অডিও লেকচার]

- 'যে ব্যক্তি কাফিরকে কাফির মনে করে না' এই মূলনীতির ব্যাখ্যা [দুই পর্বে অডিও লেকচার]

- আস-সু'আলাতুন নাইজিরিয়্যাহ [কিতাব]

- মুরতাদদের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহের ব্যাপারে মুজাহিদগণের দলিল [কিতাব]

- নাওয়াক্বীদুল ইসলামের ব্যাখ্যায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা [কিতাব]

শাইখ رحمه الله খুরাসানে ৫ বছর অতিবাহিত করেন ও আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি ছিলেন স্বচ্ছ আক্বীদাহ সম্পন্ন ব্যক্তি।

ইরাক ও শামের ভূমিতে তাওহীদের দিপ্তি উজ্জল হল। নববী মানহাজের অনুসারীগণ তাওহীদের পতাকা উড্ডীন করলেন।

আল্লাহ তা'আলা তার মুওয়াহহীদ বান্দাগণকে ইরাক ও শামের ভূমিতে কর্তৃত্ব দান করলেন। তার বান্দাগণ তার যমিনে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করলেন - যা দীর্ঘ অনেক বছর যাবৎ অনুপস্থিত ছিল। আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ বলেন,

ٱلَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ ﴿٤١﴾

"তারা এমন যাদেরকে আমি যমীনে তামকিন (ক্ষমতা) দান করলে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে। আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই জন্য।"

অতঃপর ঐ ফিতনাহ সংঘটিত হয় যা ঘটেছিল জুলানী নামক লোকের বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে এবং আমিরুল মু'মিনিন থেকে তার বিচ্ছিন্ন হওয়ার মাধ্যমে। অতঃপর যখন শাইখ رَحِمَهُ ٱللَّهُ তা শুনলেন তখন তিনি আসতে চাইলেন, সংশোধন করতে চাইলেন এবং হক্বপন্থীদের সাথে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। যখন তিনি বিষয়টি উত্থাপন করলেন তখন খুরাসানে আল-কাইদাহ'র লোকেরা আনন্দিত হল। তারা মনে করল, শাইখ তাদের

জাবহাত -জাবহাতুল খুসরাহ- তে যাবেন।[1] অতঃপর তারা শাইখ আবু মালিক আত-তামিমী رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ কে মনোনীত করল যেন তিনি জাবহাতুল খুসরাহ’র প্রধান শারয়ী ব্যক্তি হন। এবং তারা ঐ বিশ্বাসঘাতক জুলানীর কাছে প্রেরিত চিঠিতে লিখল যে, দ্রুতই তারা তার জন্য একজন আলেম পাঠাবে। অতঃপর তারা শাইখকে পাঠালো এক দীর্ঘ কষ্টসাধ্য সফরে। আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তান, পাকিস্তান থেকে ইরান, ইরান থেকে তুরস্ক হয়ে সবশেষে তিনি খিলাফাহ’র ভূমিতে পদার্পণ করলেন। দাওলাতুল ইসলামের ভূমিতে এসে তিনি অভিভূত হলেন। যখন তিনি এই স্বচ্ছ পতাকা দেখলেন তখন তিনি বললেন,

“আল্লাহর কসম আমি এদেরকেই সাহায্য করার জন্য এসেছি।”

শাইখ رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ ছিলেন পাহাড়সম দৃঢ়, সম্মানিত এক ব্যক্তি। শামে বিচ্ছিনকারী জুলানীকে ঘনিষ্ঠ করে নেওয়ার কারণে তিনি খুরাসানের তানজিম আল-কাইদাহ’র নেতৃত্বের প্রস্তাবনাকে প্রত্যাখ্যান করেন। শাইখ رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ খিলাফাহ’র বরকতময় ভূমিতে থেকে যওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি আমিরুল মু’মিনিন ইবরাহীম ইবনে আওয়াদ আল-হুসাইনী আল-কুরাইশী আল-বাগদাদী رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ কে বাই’আত দিয়ে দাওলাতুল ইসলামে যোগদান

---

[1] এখানে জাবহাতুল খুসরাহ দ্বারা উদ্দেশ্যে হচ্ছে জাবহাতুন নুসরাহ।

করেন। উলাইয়াত হালাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তাতে আহত হন। অতঃপর আল্লাহর অনুগ্রহে আরোগ্য লাভ করেন। এরপরে শাইখ رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ দাওলাতুল ইসলামের গবেষণা ও শিক্ষা অফিসে কাজ করেন। তিনি সকল পর্যবেক্ষক কমিটির অধিন শারয়ী কমিটির দায়িত্বশীল নিযুক্ত হন। তিনি যুদ্ধের ময়দানে বের হওয়ার অনুমতির জন্য আবেদন করেন এবং পিড়াপিড়ি করেন। ফলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি হিমস্ প্রদেশের আস-সুখনাহ শহর বিজয় করার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ তীব্র থেকে তীব্র রূপ ধারণ করে। তিনি তার ভাইদের সাথে অগ্রসর হন। শাইখ رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ উপস্থিত ভাইদেরকে বলেন,

“আল্লাহর কসম! আমি হিমস্ প্রান্তরে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি যা আমি আফগানিস্তানের পাহাড়সমূহে পেয়েছি।”

শাইখ رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ শত্রুর হামলায় ১৩-০৫-১০১৫ তারিখে আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং নিহত হন। আফগানিস্তানের পাহাড়ি উপত্যকায় ক্রুসেড-জোটের বিমানের গর্জনের মাঝে তিনি যে শাহাদাহ’র তামান্না করেছিলেন হিমস্ প্রান্তরে নুসাইরীদের[2] বিরুদ্ধে যুদ্ধে সে অমিয়

[2] নুসাইরীরা হল বাতিনী ও রাফিদী বাতিনীদের অন্তর্ভুক্ত যারা আলী رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُ কে ইলাহ সাব্যস্ত করে। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা হল মুহাম্মাদ ইবনে নুসাইর আল-বাসরী আন-নামিরী (মৃত্যু-২৭০ হিজরী) যে নবুওয়াত ও রিসালাতের দাবি করেছিল।

শুধা পান করেন - আমরা তার ব্যাপারে এমনটাই মনে করি আল্লাহই তার হিসাব গ্রহণকারী। তিনি চলে গেলেন তার কাঙ্ক্ষিত মানযিলে। তিনি ছিলেন বীরদের মধ্য থেকে একজন বীর।

শাইখ رَحِمَهُ ٱللَّهُ দিন-রাত অব্যাহতভাবে দ্বীনের প্রতিরক্ষাকারী হয়ে দাওলাতুল ইসলামের খিদমত করেন, বেশকিছু ইলমী হালাকা সম্পন্ন করেন, মানুষের মাঝে আল্লাহর শারীয়াহ অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করতেন এবং ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করতেন। শাইখ رَحِمَهُ ٱللَّهُ ক্বিয়ামুল লাইল পরিত্যাগ করতেন না এবং তিনি ছিলেন

তাদের কতিপয় আক্বীদাহ হলঃ

- তারা বিশ্বাস করে, আলী رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ ইলাহ।
- তারা দিনে পাঁচ বার সালাত আদায় করে। কিন্তু তাদের সালাতে কোন সিজদা নেই।
- তারা হজ্জ করাকে কুফর এবং মূর্তির ইবাদাত মনে করে।
- তারা মদকে হালাল মনে করে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ মাজমুউল ফাতাওয়ায় বলেন, "এই সকল ব্যক্তি যাদেরকে নুসাইরী বলা হয় তারা এবং সকল বাতিনীরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের থেকেও বড় কাফির। বরং তারা মুশরিকদের থেকেও বড় কাফির। তাদের অনিষ্ট যুদ্ধকারী কাফিরদের থেকেও গুরুতর - যেমন তাতার, ইউরোপীয় এবং অন্যান্যরা। তারা সর্বদাই মুসলিমদের শত্রুদের সাথে অবস্থান করে। তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদের সাথে অবস্থান করে। তাতারদের উপর মুসলিমদের বিজয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল তারাই। তাদের সাহায্যে এবং সমর্থনেই তাতাররা মুসলিমদের দেশে প্রবেশ করেছে এবং খলিফাহ ও মুসলিমদের সুলতানদের হত্যা করেছে।" শেষ।

উত্তম চরিত্রের দৃষ্টান্ত - অন্তরসমূহ যার কামনা করে।

শাইখ আবু মালিক আত-তামিমী رَحِمَهُ اللَّهُ যুদ্ধের ময়দানে তার ভাইদের সাথে দাঁড়িয়ে হাতে হাত রেখে এ কথাগুলো বলেছিলেন,

"কোথায় সেই পুরুষগণ! যারা তাদের ওয়াদা পরিবর্তন করেন না? তারা যেন তাদের হাত বাড়িয়ে দেন, যাতে আমরা বাই'আহ আলাল-মাউত (আমৃত্যু লড়াই করার শপথ) গ্রহণ করতে পারি। হয় বিজয় নয়তো শাহাদাহ। আল্লাহু আকবার - আমরা আল্লাহর নামে শপথ করছি যে, আমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করব না, শত্রুর মোকাবেলার সময় আমরা আমাদের চেহারা ফিরিয়ে নেব না। বরং আমরা শত্রুদের ভিতর ইনগ্বিমাসী (শত্রুর ঘাঁটিতে একা ঢুকে পড়া) করব এবং তাদের ভিতর থেকে ধ্বংস করে দেব। তাদের এমন শাস্তি দেব, যেন তাদের উত্তরসূরীরা তা দেখে পালিয়ে যায়; যতক্ষণ না আমরা এই পথে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করি অথবা আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করেন।"

আমাদের অশ্বারোহী চলে গেছে আর শত্রুদের অন্তর হিংসা ও বিদ্বেষে টগবগ করে ফোটে উঠে। পক্ষান্তরে আমাদের অন্তর আনন্দচিত্তে বলে, ইনশা'আল্লাহ চিরস্থায়ী জান্নাতে মানবজাতির নেতার সাথে, নবীগণের সাথে এবং সৌভাগ্যবান সাহাবীগণের সাথে সাক্ষাৎ হবে।"

আমরা বলি, আশাকরি আপনার রক্ত নুর (আলো) হবে যা আমাদের জন্য পথ আলোকিত করবে, যেন আমরা আপনার পদক্ষেপ অনুযায়ী চলতে পারি।

হে আনাস আন-নাশওয়ান! আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন এবং আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন!

শাইখ আবু মালিক আত-তামিমী তার ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আল্লাহ তা’আলা আস-সুখনাহ শহরের বিজয় দান করেছেন।

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য।